জুলাই-ডিসেম্বর ২০২০

পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডি'র ষাণ্মাসিক খবরপত্র

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির শতভাগ বাস্তবায়নই পাহাড়ে শান্তি ফেরাতে পারে

'পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিচুক্তির ২৩ বছর পার হলেও চুক্তির দুই তৃতীয়াংশই অবাস্তবায়িত থেকে গেছে। ফলে পাহাড়ে শান্তি ফিরছে না। তাই অবিলম্বে চুক্তির শতভাগ বাস্তবায়ন করা জরুরি।' পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির ২৩তম বার্ষিকীতে আয়োজিত এক সেমিনারে একথা বলেছেন বক্তারা।

গত ২৬ ডিসেম্বর ২০২০ ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইইডি) সহায়তায় রাজধানীর মোহাম্মদপুরের এইচকে আরেফিন সভাকক্ষে এ সেমিনারের আয়োজন করে নাগরিক সংগঠন 'জনউদ্যোগ'। এতে জনউদ্যোগ জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক ও জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডা. মোশতাক হোসেনের সভাপতিত্বে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি মানবেন্দ্র দেব।

বক্তব্য রাখেন সিনিয়র সাংবাদিক আবু সাঈদ খান, সিপিবির সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স, বাসদের কেন্দ্রীয় নেতা রাজেকুজ্জামান রতন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক স্নিগ্ধা রেজওয়ানা, আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং, আদিবাসী ফোরামের কেন্দ্রীয় নেত্রী চঞ্চনা চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য কেএস মং, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘের উপপরিচালক শাহনাজ সুমি, আদিবাসী ব্যান্ডদল মাদলের আহ্বায়ক হরেন্দ্রনাথ সিংহসহ আরও অনেকে।

সিপিবির সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স বলেন, 'চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো এখনো ঝুলে আছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পরিষদ নির্বাচন হচ্ছে না। পাহাড়ে সাম্প্রদায়িকতা উস্কে দেয়া হচ্ছে বলেই সেখানে শান্তি ফিরছে না।'

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক স্নিগ্ধা রেজওয়ানা বলেন, 'শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন না করার মানে দাঁড়ায় এটি ছিল পাহাড়িদের অধিকার রক্ষার আন্দোলনকে স্তিমিত করে দেয়া। উদ্দেশ্য হচ্ছে বৈচিত্র্যকে বিলীন করে দেয়া। কিন্তু আমরা এটিকে এভাবে ভাবতে চাই না। আমরা চাই চুক্তির শতভাগ বাস্তবায়ন ও প্রয়োগ।'

চঞ্চনা চাকমা বলেন, 'তিন পার্বত্য জেলা পরিষদগুলোতে ভূমি বিভাগ হস্তান্তর করা হয়নি। যার কারণে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষেরা তাদের অধিকারও ফিরে পায়নি। তাই পাহাড়ে সংঘাত থামছে না। ষড়যন্ত্রকারীদের পথভ্রষ্ট না হয়ে সরকার চুক্তি বাস্তবায়ন করলে পাহাড়ে অবশ্যই শান্তি ফিরে আসবে।'

রোবায়েত ফেরদৌস বলেন, 'আমাদের দেশ হোক জাতিবৈষম্যহীন, বর্ণবৈষম্যহীন, লিঙ্গবৈষম্যহীন ও ধর্মবৈষম্যহীন। আমরা সকলে মিলে আমাদের বৈচিত্র্যকে রক্ষা করতে চাই। বহুত্বকে সাথে নিয়ে আমরা আগামীর পথে হাঁটতে চাই।'

সভাপতির বক্তব্যে ডা. মুশতাক হোসেন বলেন, 'পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিচুক্তির শতভাগ বাস্তবায়ন করা আমাদের দায়িত্ব। এর কোনো অংশ অবাস্তবায়িত থাকা মানে চুক্তির বাস্তবায়ন অসম্পূর্ণ থাকা, যা পার্বত্য এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠার অন্তরায়।'

পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডি'র ষাণ্মাসিক খবরপত্র

জুলাই-ডিসেম্বর ২০২০

ফোক সেন্টারে নবীন-প্রবীণের সাংস্কৃতিক আড্ডা

রাজধানীর ফোক সেন্টারে ২৩ ডিসেম্বর দিনটি ছিল অন্যরকম। নবীন-প্রবীণ আড্ডা-গল্পে মুখরিত হয়ে উঠে। হাজারো ব্যস্ততার মাঝে পুরনো দিনের স্মৃতিচারণা, গান-গল্প আর আড্ডায় মেতে উঠেছিলেন সকলে। সাংস্কৃতিক আড্ডায় উপস্থিত হওয়া প্রবীণদের চোখেমুখে ছিল সোনালি অতীতকে ফিরে পাওয়ার আকুলতা। আর নবীনদের মাঝে ছিল জ্যেষ্ঠদের হৃদয় জয় করার চেষ্টা।

গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা ও সংগীতশিল্পী মাহমুদ সেলিমের গান দিয়ে শুরু হয় আড্ডা। এরপর মূলপ্রবন্ধ পাঠ করেনসিয়াম সারোয়ার জামিল। শুরু হয় স্মৃতিচারণ, ফাঁকে ফাঁকে চলে গান। স্মৃতিচারণায় অংশ নেনমাহমুদ সেলিম, জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়,হাসান আলী, বিথিকা সরকার, ফেরদৌস আহম্মেদ উজ্জল, অনার্য মুরশিদ, মানবেন্দ্র দেব, সঞ্চিতা তালুকদার, অনন্ত ধামাই, অ্যান্থনী রেমা, হাকিম বাবুল, প্রমুখ। সংগীত পরিবেশন করেন পিংকী চিরান, শ্যাম সাগর মানকিনসহ আরও অনেকে।

অনুভূতি জানতে চাইলে প্রবীণ বিষয়ক গবেষক হাসান আলী বলেন,'যৌবনের আড্ডা-গল্প, ক্যাম্পাস চষে বেড়ানো, নাচ-গান, হাসি-ঠাট্টা, গল্প-গুজব আর ফিরে আসবে না। তারপরও এমন একটি আড্ডায় আসতে পেরে ভালো লাগছে। খুব আবেগঘন পরিবেশে সম্মিলন উপভোগ করছি।'

তরুণ চলচ্চিত্রকর অনার্য মুরশিদ বলেন, 'খুবই ভালো লেগেছে। বিশেষ করে প্রবীণদের অভিজ্ঞতায় আমরা নতুন করে উজ্জীবিত হয়েছি। সবাইকে অনুরোধ করব, এ ধরনের অনুষ্ঠান যেন আরও বেশি বেশি হয়।'

সাড়া ফেলেছে শেরপুর জনউদ্যোগের বিষমুক্ত সবজি চাষ উদ্বুদ্ধকরণ সভা

পরিবেশ সুরক্ষা এবং নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে বিষমুক্ত সবজি উৎপাদনের লক্ষ্যে কৃষকদের নিয়ে উদ্বুদ্ধকরণ সভা করেছে নাগরিক প্ল্যাটফরম জনউদ্যোগ, শেরপুর। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও আইইডি'র সহায়তায় ১৭ নভেম্বর ২০২০ মঙ্গলবার সদর উপজেলার কামারিয়া ইউনিয়নের সবজি ভাণ্ডার খ্যাত খুনুয়া পশ্চিমপাড়া গ্রামে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। শতাধিক নারী-পুরুষ চাষী এ সভায় অংশগ্রহণ করেন। বিষমুক্ত সবজিচাষের এ উদ্বুদ্ধকরণ সভাটি স্থানীয়ভাবে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। সভায় উপস্থিত কৃষক-কৃষাণীরা বিষমুক্ত সবজি চাষে তাদের আগ্রহ প্রকাশ করেন।

জনউদ্যোগ শেরপুর কমিটির আহ্বায়ক আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর শেরপুর খামারবাড়ীর জেলা প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা কৃষিবিদ এফএম মোবারক আলী, উপ-সহকারি কৃষি কর্মকর্তা মো. ফজলুর রহমান কৃষকদের বিষমুক্ত সবজি চাষ বিষয়ক পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেন।

কর্মকর্তাবৃন্দ কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে সকল ধরনের কারিগরি সহায়তা প্রদানের আশ্বাস প্রদান করেন। এ সময় বিষমুক্ত সবজি চাষের জন্য ফসলের উপকারি ও অপরকারি পোকা সম্পর্কে ধারণা প্রদান, কীটনাশকের পরিবর্তে সেক্স ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার, জৈব সার-কম্পোস্ট সার তৈরি এবং ব্যবহার, উন্নত বীজ ব্যবহারসহ বিভিন্ন বিষয়ে কৃষাণ-কৃষাণীকে অবহিত করা হয়।

এছাড়াও সভায় বক্তব্য রাখেন নারী উদ্যোক্তা আইরীন পারভীন, আদর্শ কৃষাণী হালিমা বেগম, অধ্যাপক শিব শংকর কারুয়া, জেলা আ'লীগের শিক্ষা ও মানবসম্পদ বিষয়ক সম্পাদক শামীম হোসেন, কবি-লেখক জ্যোতি পোদ্দার, পাখি পল্লব সংগঠক দেবদাস চন্দ, নারী নেত্রী নিরু শামসুন্নাহার, উদীচী সংগঠক এসএম আবু হান্নান, শেরপুর জনউদ্যোগের সদস্য সচিব সাংবাদিক হাকিম বাবুল, আইপি ফেলো ও ক্ষেতমজুর নেতা সুমন্ত বর্মন, বিতার্কিক এসএম ইমতিয়াজ চৌধুরী শৈবাল প্রমুখ।

উদ্বুদ্ধকরণ সভায় ওই এলাকার শতাধিক কৃষক-কৃষাণী অংশগ্রহণ করেন এবং বিষমুক্ত সবজি চাষের আগ্রহ প্রকাশ করেন। পরে উপস্থিত কৃষক-কৃষানীদের মাঝে সিডলেস লেবু, বারোমাসি মরিচ, তুলসি ও নিম গাছের চারা বিতরণ করা হয়।

জুলাই-ডিসেম্বর ২০২০

পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডি'র ষাণ্মাসিক খবরপত্র

ঢাকায় বস্তিবাসী নারীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

রাজধানীর কল্যাণপুর পোড়াবস্তিবাসী নারীদের দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সেলাই প্রশিক্ষণ দিয়েছে ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট (আইইডি)।

সংশ্লিষ্ট দল সদস্যের চাহিদার ভিত্তিতে নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের পথটি সুগম করার লক্ষ্যে এ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

এতে ৫ দিন করে১৫-১৯ ও ২২-২৬ নভেম্বর ২টি ব্যাচে ২০ জন নারী প্রশিক্ষণের সুযোগ পান।

প্রশিক্ষণে যৌথভাবে সহায়কের দায়িত্ব পালন করেন ঢাকা ইউনিটের ফেলো নাজমুন নাহার স্বপ্না এবং রিসোর্স পার্সন মিজ পারভিন। প্রশিক্ষণে প্রতিটি ব্যাচে ৫ দিনে ব্লাউজ তৈরি করা শেখানো হয়।

প্রশিক্ষণ সমাপনী অনুষ্ঠানে আইইডির সহযোগী সমন্বয়কারী সঞ্চিতা তালুকদার বলেন, নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের পথটি সুগম করাটাই এই প্রশিক্ষণের লক্ষ্য।

ডাইভারসিটি টকশোতে বাংলাদেশের করোনাযোদ্ধারা

ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট (আইইডি) ও জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি'র (ইউএনডিপি) ডাইভার্সিটি ফর পিস্-এর যৌথ আয়োজনে ডাইভারসিটি টকশো তিন পর্বে সম্পন্ন হয়েছে। এতে করোনাকালে বিভিন্ন জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ-পেশার করোনাযোদ্ধাদের অবদান তুলে ধরা হয়েছে। তিনটি পর্বই সঞ্চালনা করেন সাংবাদিক মুন্নি সাহা।

ডাইভারসিটি টকশোর প্রথম পর্বে জনজাতির নেতৃবৃন্দ ও চিকিৎসকদের তুলে ধরা হয়। ২৭ অক্টোবর 'আদিবাসীদের চিরায়ত লোকজ্ঞানে করোনা সংকট মোকাবিলা ও সমৃদ্ধ সমাজ গঠন' শীর্ষক ওয়েবিনারে সূচনা বক্তব্য উপস্থাপন করেন প্রাণ-প্রকৃতি গবেষক পাভেল পার্থ। এতে অংশ নেন রাজা দেবাশীষ রায় ছাড়াও আরও অংশ নেন বান্দরবান জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ক্যশৈ হ্লা, শিশু হাসপাতালের রেজিস্ট্রার ডা. গজেন্দ্রনাথ মাহাতো, আদিবাসী নারী নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক চনচনা চাকমা, এফ মাইনর ব্যান্ডের ভোকাল নাদিয়া রিচিল। করোনাকালের প্রথম ঢেউ বাংলাদেশের চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীরা শক্তহাতে সামলেছেন। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে আত্মবিশ্বাস অর্জন করেছেন বাংলাদেশের করোনাযোদ্ধারা। ডাইভারসিটি টকশোর দ্বিতীয় পর্বে এমন সব করোনাযোদ্ধাদের তুলে আনা হয়। ২৮ নভেম্বর 'করোনাকালে মানবিক উদ্যোগের কারিগরেরা' শীর্ষক ওই পর্বের আলোচনাটিতে করোনাকালে মানবিক সহায়তায় অবদান রাখা ডা. এম এইচ লেলিন চৌধুরী, গাজীপুরের পুলিশ সুপার শামসুন্নাহার পিপিএম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী তানভীর হাসান সৈকত, বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশনের স্বেচ্ছাসেবী সালমান বিন ইয়াসিন, দৈনিক দেশ রূপান্তরের ফটোসাংবাদিক হারুন অর রশিদ রুবেল এবং বাংলাদেশ হুইলচেয়ার ক্রিকেট দলের ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ মহসিন অংশ নেন। ১৮ ডিসেম্বর ডাইভারসিটি টকশোর তৃতীয় পর্বে 'করোনাকালে সম্প্রীতির বাংলাদেশ' শীর্ষক আলোচনায় অংশ নেন আম্বর শাহ জামে মসজিদের খতিব মাওলানা মাজহারুল ইসলাম, যশোর রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ জ্ঞান প্রকাশানন্দ মহারাজ, আদিবাসী গবেষক অনিত্য মানখিন, শেরপুরের ট্রান্সজেন্ডার এক্টিভিস্ট নিশি সরকার, সিলেটের জয়িতা পুরস্কার বিজয়ী চা শ্রমিক শিলা গোয়ালা, প্রবীণ বিশেষজ্ঞ হাসান আলী, বাংলাদেশ হুইলচেয়ার স্পোর্টস ফাউন্ডেশনের সভাপতি নূর নাহিয়ান।

জয়িতা সম্মাননা

নারী ফোরাম ময়মনসিংহ-এর সদস্য আইনুন্নাহার (২০১৩), সূচিস্মিতা নাসরীন (২০১৬), কামরুন্নাহার সূচী (২০১৯), সূরাইয়া ইয়াসমিন (২০২০) অর্থনৈতিক উন্নয়নে ও নারী ফোরাম ময়মনসিংহ-এর সভাপতি সৈয়দা সেলিমা আজাদ (২০১৭) সমাজ উন্নয়নে সফলতা অর্জনকারী ক্যাটাগরিতে জয়িতা পুরস্কার লাভ করেন।

এছাড়া টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (SDG) বাস্তবায়ন ও সমন্বয় সম্পর্কিত বিভাগীয় কমিটিতে নারী ফোরাম ময়মনসিংহ এর সভাপতি সৈয়দা সেলিমা আজাদ এবং নারী ফোরাম ময়মনসিংহের সদস্য দৈনিক আজকের বাংলাদেশ পত্রিকার সাংবাদিক বাবলী আকন্দ সম্মানিত সদস্য নির্বাচিত হন।

ঢাকায় কিশোরীদল সদস্যদের জেন্ডার সংবেদনশীলতা প্রশিক্ষণ

করোনা সচেতনতায় ময়মনসিংহে আইইডির উদ্যোগ

জুলাই-ডিসেম্বর ২০২০

পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডি'র ষাণ্মাসিক খবরপত্র

করোনা সচেতনতায় জনজাতির নারীদের ব্যতিক্রমী উদ্যোগ

ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভলপমেন্টের (আইইডি) সহায়তায় জনউদ্যোগের আয়োজনে গাইবান্ধার জনজাতির নারীরা করোনা মোকাবিলায় ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নিয়েছেন। তারা নিজেদের বানানো মাস্ক জনসাধারণের মাঝে বিতরণ করেছে।

২৫ জুলাই সকালে গাইবান্ধায় ভুতগাড়ি মিশনে "করোনা সাবধানতা ও আদিবাসীদের নিজস্ব উদ্যোগ" শীর্ষক আলোচনাসভায় এ মাস্ক বিতরণ করা হয়।

আদিবাসী নারীদের এই ব্যতিক্রমী আয়োজনে বক্তব্য রাখেন জনউদ্যোগের সদস্য সচিব প্রবীর চক্রবর্তী, জনজাতির নেত্রী আদরী মুর্মু, নয়নী কিস্কু, ফিলোমিনা সরেন, ইয়ুথ নেতা তেরেসা সরেন, বিদ্যুৎ সরেন, শিউলী কিস্কুসহ অনেকে।

রোকেয়া দিবসে যশোরে কিশোরীদের সাইকেল র‍্যালি

ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইইডি) যশোর কেন্দ্রের আয়োজনে ৮ ডিসেম্বর সকালে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও রোকেয়া দিবস উপলক্ষে কিশোরীদের সাইকেল র‍্যালির আয়োজন করা হয়। র‍্যালির উদ্বোধন করেন সদর উপজেলা চেয়ারম্যান নুরজাহান ইসলাম নীরা। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অধ্যাপক সুরাইয়া শরীফ, জনউদ্যোগের আহবায়ক প্রকৌশলী নাজির আহমদ, সিনিয়র সাংবাদিক রোকুনউদ্দৌলাহ, টিউসির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাহবুবুর রহমান মজনু প্রমুখ। উল্লেখ্য নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধের লক্ষে প্রতিবছর ২৫ নভেম্বর থেকে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা দূরীকরণের লক্ষ্যে ১০ ডিসেম্বর পযন্ত আন্তর্জাতিকভাবে ১৬ দিনব্যাপী নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ পালন করা হয়।

রাজশাহীতে নারী নিপীড়ন বন্ধের দাবি

করোনা (কভিড-১৯) অতিমারির জেরে নারীর কর্মহীনতা ও স্বাস্থ্যহীনতা নিরসনে ও ক্রমবর্ধমান নারী নির্যাতন বন্ধে প্রয়োজনীয় ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানিয়েছে রাজশাহী জনউদ্যোগ। জনউদ্যোগের আহবায়ক প্রশান্ত কুমার সাহার সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সদস্য সচিব জুলফিকার আহমেদ গোলাপ।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, করোনা (কভিড-১৯) ভাইরাস মহামারির কারনে নারীর কর্মহীনতা ও স্বাস্থ্যহীনতা নিরসন ও নারী নির্যাতনের ভিত্তিতে উপাত্ত তুলে ধরেন এবং কতিপয় সুপারিশ উপস্থাপন করেন।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা শাহাজাহান আলী বরজাহান, স্থানীয় জনজাতিগোষ্ঠীর নেতা আঁন্দ্রিয়াস বিশ্বাস, নারীনেত্রী সেলিনা বানু, শিক্ষক নেতা সন্তোষ কুমার প্রমুখ।

পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডি'র ষাণ্মাসিক খবরপত্র

জুলাই-ডিসেম্বর ২০২০

আইইডির উদ্যোগে সরকারি সহায়তা পাচ্ছে নাটোরের জনজাতির সদস্যরা

নাটোরে বসবাসকারী জনজাতির (আইপি) সদস্যরা এখন সরকারি নানা রকম সুযোগ সুবিধার আওতায় এসেছেন। ইন্সটিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইইডি)'র নানা উদ্যোগের ফলে এই সুবিধা পাচ্ছেন তারা।

বঞ্চিত ও অনগ্রসর জনজাতির সদস্যদের সুযোগ সুবিধা বাড়াতে গত ২৩ সেপ্টেম্বর বিপ্রবেলঘরিয়া ইউনিয়ন পরিষদে দিনব্যাপী এক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভায় আইইডি ও হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডার ফোরাম ও ইউনিয়নের পরিষদের জনপ্রতিনিধিরা অংশ নেন।

এরপর গত ১০ ডিসেম্বর চেয়ারম্যান জালাল উদ্দিন নলডাঙ্গা উপজেলার মোমিনপুর গ্রামে ৫০জন, নসপুরে ১০ জন এবং বৈদ্যবেলঘরিয়া গ্রামের ১০জন আইপি সদস্যের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন।

এছাড়া মোমিনপুর গ্রামের সুদেব উরাওয়ের স্ত্রী অনিতা উরাওকে ১টি টিউবওয়েল, মংলা উরাওকে ১টি ল্যাট্রিন; মির্জাপুর লোহারপাড়ার মিতালী লোহারকে ১টি ল্যাট্রিন, অজিত লোহারকে ১টি টিউবওয়েল ও সেনভাগ গ্রামের বাবলুকে একটি ল্যাট্রিন প্রদান করা হয়। এছাড়া একই উপজেলার মাধনগরের আদিবাসী শিল্পী করুণ সিং কে একটি টিউবওয়ের ও একটি ল্যাট্রিন প্রদান করা হয়।

৫ নম্বর বিপ্র বেলঘরিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জালাল উদ্দিন জানান, আমি আমার ইউনিয়নে বসবাসরত পিছিয়ে পড়া জনজাতি সম্প্রদায়েরর লোকজনকে সাধ্যমত সুবিধা সরবরাহের চেষ্টা করি। ভবিষ্যতেও এটা প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে।

নলডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে উপজেলায় বসবাসরত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর লোকজনকে বিভিন্ন সুবিধা পর্যায়ক্রমিকভাবে প্রদান করা হবে। এ কর্মসূচি আগামীতেও অব্যাহত থাকবে বলে তারা জানান।

শেরপুরের হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবন বদলাতে কর্মসংস্থানের দাবি

ভিক্ষা-চাঁদাবাজি জীবনের অবসান ঘটাতে সম্মানজনক কর্মসংস্থান চান শেরপুরে বসবাসরত হিজড়া জনগোষ্ঠী।

ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট (আইইডি)'র সহায়তায় শেরপুর সরকারি কলেজ মিলনায়তনে জনউদ্যোগ ও জেলা হিজড়া কল্যাণ সংস্থার যৌথ আয়োজিত মতবিনিময় সভায় এ দাবি জানানো হয়।

২৩ সেপ্টেম্বর আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন হিজড়া কল্যাণ সংস্থার সভাপতি নিশি আক্তার। তিনি বলেন, আমরাও মানুষ। আমরাও অন্যদের মতো ভালোভাবে জীবনযাপন করতে চাই। আমরাও ভালোভাবে বেঁচে থাকার, খাওয়া-পরার ও পেশার নিশ্চয়তা চাই।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আমিনুল ইসলাম, স্থানীয় জনউদ্যোগ আহ্বায়ক আবুল কালাম আজাদ, নারী উদ্যোক্তা আইরীন পারভীন।

জুলাই-ডিসেম্বর ২০২০

পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডি'র ষাণ্মাসিক খবরপত্র

উন্নয়নে নারী নেতৃত্ব

২০৩০ সালের মাঝে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য (৬) নিরাপদ পানিও স্যানিটেশন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন উন্নয়ন সংগঠন গুলো নিরলস ভাবে কাজ করছে। আইইডি নারীর ক্ষমতায়নের পাশাপাশি পরিবেশ ও উন্নয়নে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সর্বোচ্চ ভূমিকা পালন করছে।

এই ধারাবাহিকতায় আইইডি তার দলের সকল সদস্যদেরকে দলীয় সভার মাধ্যমে স্যানিটেশন ব্যবস্থার ব্যাপারে সচেতন করে যাচ্ছে। নিরাপদ পানির অপর নাম জীবন হলেও ২১ শতকে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ভূ-উপরিস্থ পানির অপ্রতুলতার কারণে অনেক জায়গায় নিরাপদ পানির সংকট এখনো উন্নয়নের অন্যতম চ্যালেঞ্জ। একথা অনস্বীকার্য যে জলবায়ু পরিবর্তন ও দ্রুত নগরায়নের ফলে স্বাদু পানির চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এমতাবস্থায় ময়মনসিংহের আকুয়া জুবলিকোয়ার্টারে নিরাপদ পানির সংকট মোকাবিলায় আইইডির টগর নারী দলের সভানেত্রী হাসিনা বেগম অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। হাসিনা বেগম; আইইডির নারী নেত্রীদের মাঝে একজন কোর লিডার এবং বর্তমানে আইইডির উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তিনি আইইডি আয়োজিত তথ্য সংগ্রহ ও মতবিনিময় সভায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সুযোগ-সুবিধা বিষয়ক আলোচনা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর কলোনিতে সুপেয় পানির অভাব পূরণের জন্য উদ্যোগী হন। তিনি নিজ উদ্যোগে একটি উন্নয়ন সংগঠন OBAT HELPERS Bangladesh এর সাথে যোগাযোগ করেন এবং তাদের এই এলাকার সুপেয় পানির অভাবের কথা উপস্থাপন করেন। তাঁর সুচিন্তিত এবং সুন্দর উপস্থাপনায় এই সংগঠনটি পরবর্তীতে আকুয়া জুবলি কোয়ার্টার পরিদর্শন করে এবং সেখানে একটি নলকূপ স্থাপন করে দেন। নলকূপ স্থাপনের পাশাপাশি পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেনেজ ব্যবস্থার সংস্কার করে। এর ফলে সেখানে সুপেয় পানির সংকট যেমন দূর হয় তেমনি দীর্ঘদিনের জলাবদ্ধতার অবসান ঘটে।

হাসিনা বেগমের এমন মহতী উদ্যোগে দলের সদস্যদের পাশাপাশি এলাকার অন্যান্য বাসিন্দারাও উপকারভোগী হয়েছে এবং সকলেই ভীষণ খুশি। হাসিনা বেগমের পাশাপাশি দলের অন্যান্য সদস্যরাও প্রয়োজন সাপেক্ষে উদ্যোগী হয়ে নিজ দলের এবং এলাকার উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছে এবং আইইডিকে ধন্যবাদ জানায় নিয়মিত দলীয় সভার পাশাপাশি ক্লাস্টার নেত্রী, দলীয় সদস্য ও কমিউনিটি নেতাদের সাথে মতবিনিময় সভায় নাগরিক অধিকার নিয়ে আলোচনা করার জন্য।

নেত্রকোনায় মগড়া নদীর বর্জ্য অপসারণ দাবিতে মানববন্ধন

প্রাণবৈচিত্র্য ও পরিবেশ রক্ষায় মগড়া নদী থেকে বর্জ্য ও পরিত্যক্ত নির্মাণসামগ্রী অপসারণের দাবিতে ২০ ডিসেম্বর মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়। বেসরকারি সংস্থা আইইডি'র সহযোগিতায় ও জনউদ্যোগের আয়োজনে নেত্রকোনা জেলা প্রেসক্লাব সড়কেবেলা ১১টা থেকে ১২টা পর্যন্ত ঘণ্টাব্যাপী মানববন্ধন কর্মসূচি চলাকালে বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা হায়দার জাহান চৌধুরী, জেলা প্রেসক্লাব সহ সভাপতি আবদুল হান্নান রঞ্জন, উদীচীর সভাপতি মুস্তাফিজুর রহমান, নারী প্রগতির ব্যবস্থাপক মৃণাল চক্রবর্তী, সাংবাদিক ভজন দাস প্রমুখ।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, জেলার নদ-নদীর মাঝে মগড়া নদী খরস্রোতা ছিল, তা এখন নাব্যতা হারিয়ে ফেলেছে। নদীর দুই তীরে রাস্তা নির্মাণ করে হাঁটার ব্যবস্থা করা, অতিদরিদ্র নদী খননসহ সৌন্দর্যবর্ধন ও বর্জ্য অপসারণের দাবি জানানো হয়।

পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডি'র ষাণ্মাসিক খবরপত্র

জুলাই-ডিসেম্বর ২০২০

গাইবান্ধায় সাঁওতাল হত্যা দিবস পালিত

সাঁওতাল হত্যা দিবস উপলক্ষে ১ নভেম্বর থেকে সপ্তাহব্যাপী আলোচনাসভা, শোক মিছিল, মানববন্ধনসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হয়। গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জের সাহেবগঞ্জ ইক্ষু খামারের জমি থেকে সাঁওতাল বসতি উচ্ছেদের সময় বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ, নির্যাতন, লুটপাট ও হত্যাকান্ডের চতুর্থ বর্ষপূর্তিতে ৬ নভেম্বর 'সাঁওতাল হত্যা দিবস' পালিত হয়। প্রায় দুই হাজার মানুষের অংশগ্রহণের মধ্যদিয়েজনউদ্যোগ, সাহেবগঞ্জ বাগদা ফার্ম ভূমি উদ্ধার কমিটি, জাতীয় আদিবাসী পরিষদ, বাংলাদেশ আদিবাসী ইউনিয়ন, আদিবাসী বাঙালি সংহতি পরিষদ যৌথভাবে দিবসটি পালন করে। ওইদিন সকালে সাঁওতালপল্লীর জয়পুর-মাদারপুরে বাগদা ফার্মেস্থাপিত অস্থায়ী শহীদ বেদীতে সাঁওতাল ও স্থানীয় বিভিন্ন সংগঠনের পুস্পস্তবক অর্পণ, মোমবাতি প্রজ্জ্বলন ও নীরবতা পালনের মাধ্যমে দিনটির কর্মসূচি শুরু হয়। পরে তারা ঐতিহ্যবাহী পোশাক ও বাদ্যযন্ত্র নিয়ে দাবিদাওয়া সম্বলিত ব্যানার ফেস্টুন হাতে লাল পতাকা মিছিল গোবিন্দগঞ্জ-দিনাজপুর আঞ্চলিক মহাসড়ক ধরে ১৫ কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে এসে গোবিন্দগঞ্জ শহরের শহীদ মিনারে আয়োজিত সমাবেশে অংশ নেন। মিছিল থেকে সাঁওতাল ও বাঙালি নারী-পুরুষ একত্রে নানা শ্লোগানে এলাকা মুখরিত করে তোলেন। শহীদ মিনারের সমাবেশে সাহেবগঞ্জ বাগদা ফার্ম ভূমি পুনরুদ্ধার কমিটির সভাপতি ফিলিমন বাস্কের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন আদিবাসী পরিষদের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সরেন, আদিবাসী ইউনিয়নের সভাপতি শহীদ আলফ্রেড সরেনের বোন রেবেকা সরেন, আদিবাসী বাঙালি সংহতি পরিষদের আহবায়ক অ্যাড. সিরাজুল ইসলাম বাবু, জনউদ্যোগের সদস্য সচিব প্রবীর চক্রবর্তী, সিপিবি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান মুকুল প্রমুখ।

নেত্রকোনায় জলবায়ু পরিবর্তন রোধে মতবিনিময় সভা

'জলবায়ু পরিবর্তন রোধে জনসচেতনতায় মিডিয়ার ভূমিকা' শীর্ষক এক মতবিনিময়সভা গত ১৮ অক্টোবর নেত্রকোনা জেলা প্রেসক্লাবের হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়। আইইডির সহযোগিতায় জনউদ্যোগ এ সভার আয়োজন করে।

মুক্তিযোদ্ধা হায়দার জাহান চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মুক্তিযোদ্ধা আশরাফ আলী খান খসরু এমপি, পৌর মেয়র আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম খান, জেলা প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা খন্দকার আনিছুর রহমান, মহিলা পরিষদের সম্পাদক তাহেজা বেগম, উদীচীর সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান, সাংবাদিক এম ফখরুল হক, নারী প্রগতির ব্যবস্থাপক মৃণাল কান্তি চক্রবর্তী ও সাংবাদিক ইউরো আনিস। সভায় সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মুক্তিযোদ্ধা আশরাফ আলী খান খসরু বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ নেমে আসে। বন্যা খরাসহ নানান বিপর্যয় ঘটে থাকে। এর থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে আমাদের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে। ব্যাপক হারে বৃক্ষ রোপণ করতে হবে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, বর্তমান সরকার জলবায়ু পরিবর্তন রোধে ও এর ক্ষয়ক্ষতি রোধে কাজ করছে। সারা বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে জলবায়ুর ক্ষতিকারক দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

সম্পাদক : নুমান আহম্মদ খান

ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইইডি) কর্তৃক

কল্পনা সুন্দর, ১৩/১৪ বাবর রোড (৩য় তলা), ব্লক বি, মোহাম্মদপুর হাউজিং এস্টেট, ঢাকা ১২০৭ থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত এবং চিত্রকল্প থেকে মুদ্রিত।

ফোন : (৮৮০-২) ৫৮১৫১০৪৮, ই-মেইল : ieddhaka@gmail.com ওয়েব: www.iedbd.org